উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২২ কার্তিক ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 9 November 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

২৩ ডিসেম্বর ভোট বাংলাদেশে। ▸▸ পাঁচের পাতায়

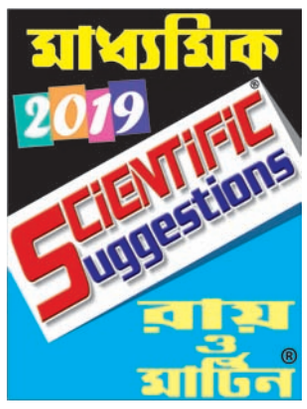

অরিজিৎ সিংকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি

বালুরঘাট আসনের জন্য মুম্বইয়ের তারকার নাম বিবেচনা

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের ছেলে অরিজিৎ সিং বেশ কয়েকবছর ধরেই বলিউডের সংগীত জগৎ শাসন করছেন। প্রথমে যখন তিনি মুম্বইয়ে যান তখন অবশ্য কিছুটা আড়ালেই ছিলেন। দীর্ঘদিন নীরবে কাজ করে গিয়েছেন আর এক বাঙালি ও সুরকার প্রীতমের সঙ্গে। কিন্তু আশিকি-২ তাঁকে বলিউডে লাইমলাইটে এনে দেয়। তারপর থেকে অরিজিৎকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অরিজিৎ যে শুধু বলিউড শাসন করছেন, এমন নয়। টলিউডেও তিনি যখন বাঙালি সুরকারের সঙ্গে কাজ করেন তখনও তিনি শীর্ষেই থাকেন। অরিজিৎ সিংয়ের সেই জনপ্রিয়তাকেই এবার কাজে লাগাতে চায় বিজেপি। ইতিমধ্যে লোকসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এক প্রথমসারির বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে যেসব নাম বিবেচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে অরিজিতের নাম রয়েছে সবথেকে আগে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অরিজিতের দেখা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে তালিকা চূড়ান্ত

হওয়ার আগে প্রার্থীদের নাম নিয়ে বিজেপির কোনো নেতাই মুখ খুলতে রাজি নন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোটের কৌশল নিয়ে এবার বিজেপি সভাপতি অমিত শার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সেই কারণে দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতারা মুখ বন্ধ রাখাই পছন্দ করছেন।

অরিজিতের পাশাপাশি বালুরঘাট আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে দলের বর্তমান রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরি ও রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দেবশ্রী চৌধুরির নামও রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এই আসনে দিলীপবাবুকে প্রার্থী করতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নামের তালিকা সরাসরি দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। তবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আরএসএস—এর মতামত প্রাধান্য পাবে। মালদা জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি খুব সতর্কভাবে পা ফেলছে। এই জেলার বর্তমান দুই সাংসদের রাজনৈতিক অবস্থানের উপর বিজেপি নেতৃত্ব নজর রেখেছে। হালেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবু জলপাইগুড়ি জেলায় রাজনৈতিক সফরে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়ে অনেকেই বায়োডেটা জমা দিয়েছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না।' রায়গঞ্জ আসনে তাঁর দাঁড়ানোর বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'জেলার নেতারা এই আসনে হেভিওয়েট কাউকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন।'

এরপর নয়ের পাতায়

পাহাড়ের মন বুঝতে সমীক্ষা

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের মন বুঝতে চাইছে বিজেপি। সেইসঙ্গে দার্জিলিং আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর খোঁজও শুরু হয়েছে দলের মধ্যে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পাহাড়ের বর্তমান শাসক বিনয় তামাং-অনীত থাপারা এখনও পাহাড়ের মানুষের ভরসা হয়ে উঠতে পারেননি, এমন রিপোর্ট পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ওই রিপোর্ট পেয়েই দার্জিলিং কেন্দ্র নিয়ে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে কেন্দ্রের শাসকদলের মধ্যে। রিপোর্টটি যাচাই করে নিতে স্থানীয় নেতৃত্বকে বিশেষ সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রথযাত্রায় পাহাড়কে শামিল করার উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এনিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরির বক্তব্য, 'লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়। রথযাত্রা সফল করার ক্ষেত্রে আমাদের কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, তা নিয়েই এদিন আমাদের আলোচনা হয়েছে।' এদিন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে শিলিগুড়িতে বিজেপির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়িতে দলের জেলা সভাপতির বাড়িতে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সমস্ত জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিমল গুরুং পাহাড়ছাড়া হলেও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। পাহাড়ের রাশ বর্তমানে বিনয় তামাং-অনীত থাপাদের হাতে থাকলেও, তাঁদের প্রতি পাহাড়ের অধিকাংশ মানুষের আস্থা নেই বলে বিজেপি নেতৃত্ব রিপোর্ট পেয়েছে। এই রিপোর্টের পাশাপাশি দলের স্থানীয়স্তরেও একটি রিপোর্ট তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল। *এরপর নয়ের পাতায়*

কৃষিঋণ মকুব চাইছেন কৃষকরা, চিন্তায় ব্যাংক কর্তারা

সপ্তর্ষি সরকার ● ধূপগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ সেপ্টেম্বর মাস থেকেই কিষান ক্রেডিট কার্ডধারী কৃষকদের রবি মরশুমের জন্য কৃষিঋণ দেওয়া শুরু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি। অন্যদিকে, গতবারে রবি মরশুমে আলুচাষের জন্য দেওয়া বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী কৃষিঋণ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি। ব্যাংকগুলির কাছে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো নতুন করে জমতে শুরু করেছে রবি মরশুমে কৃষিঋণ দেওয়ার আর্জি। উল্লেখ্য, প্রতিটি জেলায় প্রতি মরশুমে কোন ফসলের জন্য কত কৃষিঋণ দেওয়া হবে তা ঠিক করেন জেলাশাসক সহ সরকারি আধিকারিক এবং ব্যাংকগুলির যৌথ সংগঠনের প্রতিনিধিরা। জানা গিয়েছে, গত বছর জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে রবি মরশুমের মূল চাষ অর্থাৎ আলুর জন্য একর প্রতি সাতষট্টি হাজার টাকা কৃষিঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিছু কিছু ব্যাংক এর বাইরেও কিছু অতিরিক্ত ঋণ দেয় কৃষকের আনুষঙ্গিক খরচের জন্য। জেলার ব্যাংক কর্তাদের সূত্রে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী, গত বছর জলপাইগুড়ি জেলায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিলে প্রায় তিনশো কোটি টাকা কৃষিঋণ দিয়েছে। এর বাইরে জেলা কোঅপারেটিভ ব্যাংক তাদের শাখা সমবায়গুলির মাধ্যমে গত বছর আলুর মরশুমে দিয়েছে আরও দুশো কোটি টাকারও বেশি ঋণ। কিন্তু সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গত বছর আলুর মরশুমে দেওয়া কৃষিঋণের মধ্যে জেলায় সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিলে প্রায় ষাট শতাংশ ঋণ অনাদায়ী পড়ে রয়েছে। ব্যাংক কর্তা থেকে আধিকারিক, সকলেই মনে করছেন যে সামনেই লোকসভা নির্বাচন থাকায় অধিকাংশ কৃষক ধরে নিয়েছেন এবছর কৃষিঋণ মকুব করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই আশাতেই গতবারের কৃষিঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন কৃষকরা, এমনই মত ব্যাংক কর্তাদের। সূত্রের খবর, এই অনাদায়ী কৃষিঋণের পরিমাণ নিয়ে বৃহস্পতিবার দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বোর্ডের সভায়। জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সহসভাপতি কমলচন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমবায়গুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলছি। এতে যে তথ্য উঠে আসছে তাতে জানা যাচ্ছে, কৃষকরা কেন্দ্রের তরফে কৃষিঋণ মকুবের আশায় রয়েছেন। আমরা সকলকে বলেছি, যদি সত্যিই তা হয় তাহলেও বকেয়া ঋণ না শোধ করলে আমরা নতুন মরশুমে ঋণ দিতে পারব না কৃষকদের।'

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্তা অরুণাভ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা সমস্যায় পড়েছি একথা ঠিক। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছি। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। জেলাজুড়ে গত বছর আলুচাষের জন্য দেওয়া ঋণের মধ্যে গড়ে ষাট শতাংশ ঋণ অনাদায়ী পড়ে রয়েছে এখনও।' এদিকে, আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলতি বছরের আলু চাষের জন্য কৃষিঋণ দেওয়া হবে। *এরপর নয়ের পাতায়*

নোটবন্দির দু'বছর

জেটলির সাফাই উড়িয়ে মোদিকে তির মমতার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই অসমের তিনসুকিয়ায় পাঁচজন বাঙালিকে হত্যার ঘটনায় এনআরসি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়েছিল লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রচারে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পেতে পারে। বৃহস্পতিবার তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট করে তৃণমূল নেত্রী নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বস্তুত, এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বেশিরভাগ বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হলেও মমতার সুর ছিল সবথেকে চড়া। ৮ নভেম্বর তারিখটিকে 'অন্ধকার দিন' বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আজ বিমুদ্রাকরণ বিপর্যয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করে একটি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিরোধীদের এহেন সম্মিলিত আক্রমণ সত্ত্বেও নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা বোঝাতে বৃহস্পতিবার কার্যত একা কুম্ভের মতো মোদি সরকারের মুখরক্ষায় ব্যস্ত থাকলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তাঁর সাফাই, নোট বাজেয়াপ্ত করাটা বিমুদ্রাকরণের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাকে মূল অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে এবং যাঁদের হাতে টাকা রয়েছে তাঁদের কর দিতে বাধ্য করাই ছিল এই সিদ্ধান্তের বৃহৎ লক্ষ্য। বিরোধীদের সমালোচনাকে উড়িয়ে জেটলির কটাক্ষ, 'বাতিল নোটের সবটাই ব্যাংকের হাতে ফিরে এসেছে বলে যে সমালোচনা হচ্ছে তা না জেনেবুঝে করা হচ্ছে।' জেটলির সাফাই, 'ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতে কর ব্যবস্থা।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, 'নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। এই পদক্ষেপের কারণে গরিবদের জন্য সম্পদ, রাজস্ব ও পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।' দেশের অর্থনীতিকে ডিজিট্যাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝাঁকুনি দেওয়া জরুরি ছিল বলেও ফেসবুকে দাবি করেন জেটলি। আয়কর রিটার্ন ও আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকে নোট বাতিলের সাফল্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টাতেও এদিন কার্পণ্য করেননি অর্থমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল বিমুদ্রাকরণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।

ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতের কর ব্যবস্থা। নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে।

দু-বছর আগে ৮ নভেম্বর রাত আটটা নাগাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে ঐতিহাসিক নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরোনো নোট বদল ও জমা করার জন্য দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে লাইন দিতে হয়েছিল ব্যাংক ও ডাকঘরগুলির বাইরে। নোট বাতিলের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো সত্ত্বেও খালি হাতে ব্যাংক, ডাকঘর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল বহু মানুষকে। হাত উলটে দিয়েছিল এটিএম-ও। কালো টাকা ও জাল নোটের সমান্তরাল কারবার রুখতে ও জঙ্গিদের আর্থিক মদতের ঘাড় ভাঙতে মোদি সরকারের ওই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে মহাত্মা গান্ধি সিরিজের জাল নোট বাজেয়াপ্ত করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। *এরপর নয়ের পাতায়*

গরুমারা সংলগ্ন সড়কে হাতির হানা

লাটাগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ কোনো অবস্থাতেই হাতি-মানুষের সংঘাত আটকানো যাচ্ছে না। জঙ্গল এলাকা থেকে বেরিয়ে বাড়ি, ঘর বা স্কুলে হামলাই নয়, জাতীয় সড়কেও হাতির হামলার আতঙ্ক বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকালে জঙ্গল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে হাতির হামলা থেকে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বাইক আরোহী এক দম্পতি। হাতির যাতায়াতের পথে বাইক চলে আসায় এই সমস্যা হয়েছে বলে পরিবেশবিদরা মন্তব্য করেছেন।

গরুমারার জঙ্গল সংলগ্ন লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে চুকচুকি নজরমিনারের কাছে এদিন সকালে বাইক আরোহী এক দম্পতি হাতির মুখে পড়েন। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুরেশপ্রতাপ নাথ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মোটরবাইকে করে বাতাবাড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে চুকচুকি নজরমিনারে ঢোকার রাস্তার পাশে আচমকা একটি দাঁতাল তাঁদের মোটরবাইকের উপর হামলা চালায়। হামলার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওই দম্পতি বাইকটি ফেলে রেখে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেও তীব্র আক্রোশে বাইকটি ভাঙচুর করে হাতিটি। এই ঘটনার ঘণ্টাদুয়েক পর ফের এই পথেই মহাকাল ধামের কিছুটা আগে দুটি হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে। এর ফলে আধঘণ্টার মতো ওই পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে হাতি দুটি জঙ্গলে ঢুকে গেলে ওই রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবারও মহাকালধামের কাছে এক সাইকেল আরোহীর উপর হামলা চালায় একটি হাতি। হাতিকে তেড়ে আসতে দেখে সাইকেল ফেলে ওই ব্যক্তি পালিয়ে গেলেও সাইকেলটি হাতির রোষের মুখে পড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

গত কয়েকদিন ধরেই লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে হাতির উৎপাত শুরু হয়েছে। এই জাতীয় সড়কের দুই পাশে জঙ্গল থাকায় এই এলাকায় একাধিক জায়গায় *এরপর নয়ের পাতায়*

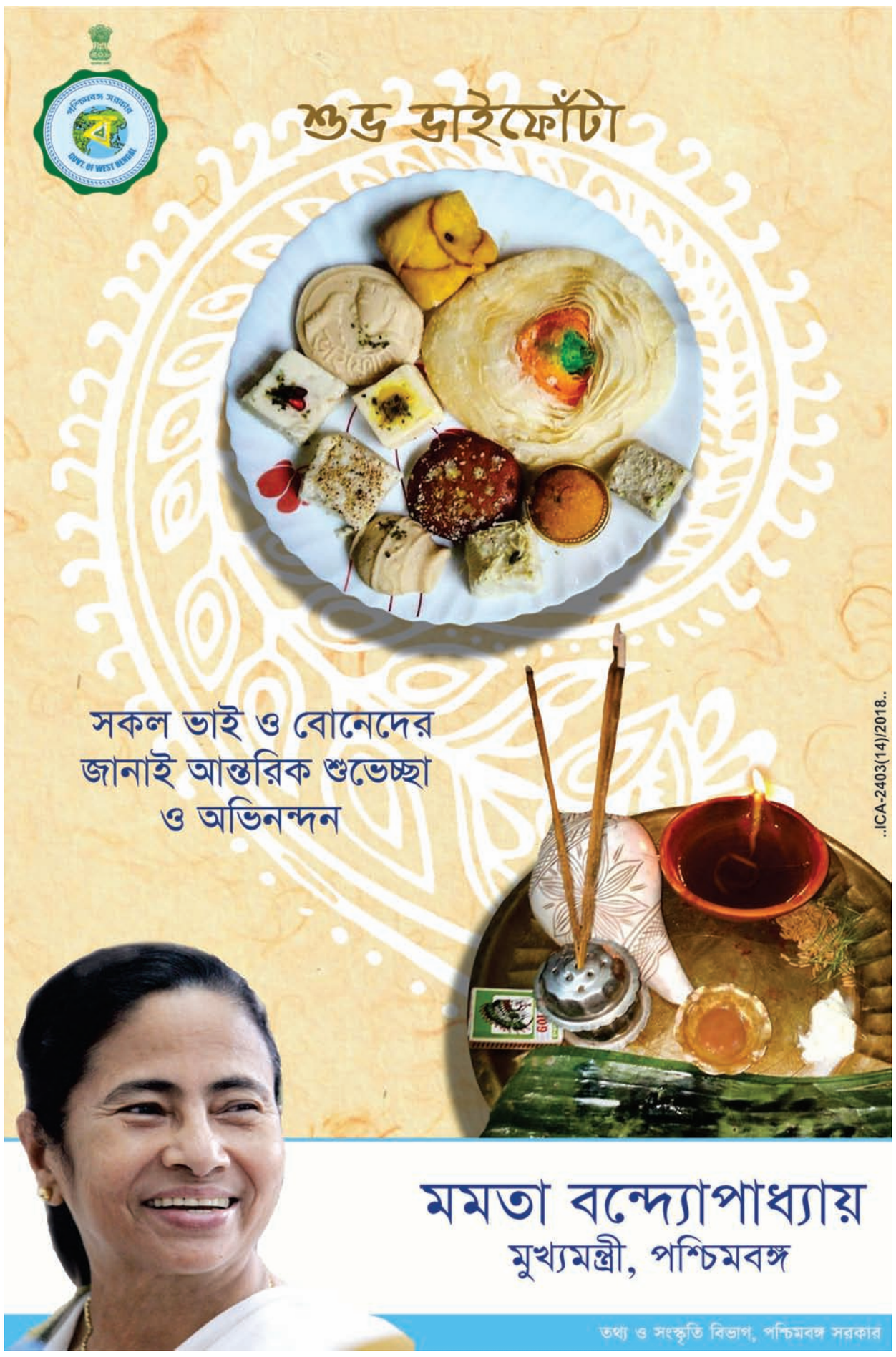

প্রসূতি বিভাগ নেই দুরামারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

জিষ্ণু চক্রবর্তী ● গয়েরকাটা

৮ নভেম্বর ঃ পরিকাঠামোগত নানা সমস্যা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুরামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উপর বহু মানুষ নির্ভর করলেও এখানে কোনো বেড বা প্রসূতি বিভাগ নেই। রোগ পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি থাকলেও সেখানে আপাতত শুধু ম্যালেরিয়ার পরীক্ষাই করা হয়। রোগীদের অভিযোগ, এই পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। একজন অ্যালোপ্যাথ ও একজন হোমিয়োপ্যাথ মিলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে বিপুল পরিমাণ রোগীর চাপ সামলান। বর্তমানে এখানে কোনো নার্স না থাকায় চিকিৎসকের অনুপস্থিতি বা রোগীদের চাপ বেশি থাকলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদেরই ড্রেসিং ও অন্যান্য পরিসেবার কাজ করতে হয়। অভিযোগ, বাসিন্দারা বহুবার দাবি জানানো সত্ত্বেও এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে আজও কোনো সীমানাপ্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়নি। এর জেরে সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে মদের আসর বসছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির আসবাবপত্র চুরি যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসনগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দ্রুতই সমস্ত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অরবিন্দ রায়

আগাছায় ভরে গিয়েছে কর্মী আবাসন। -সংবাদচিত্র

সরকার বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনেক ভালো পরিসেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিছু সমস্যা রয়েছে। এবিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে। কীভাবে এই সমস্যাগুলি মেটানো যায় সে বিষয়ে দলগতভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।' জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'চিকিৎসকের সংকটের পাশাপাশি ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রচুর রোগীর চাপ থাকায় বাধ্য হয়েই দুরামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন চিকিৎসককে রাতে সেখানে পাঠানো হয়। ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে নার্সের ব্যবস্থা করা হবে। সীমানাপ্রাচীরের বিষয়ে এস্টিমেট করে তা উপরমহলে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।'

দুরামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর ধূপগুড়ির ঝাড়আলতা-২, শালবাড়ি-১ এবং ২, আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি কলাবাড়ি এলাকার বহু বাসিন্দা নির্ভর করেন। এতদিন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হোমিয়োপ্যাথি বিভাগটি বন্ধ থাকলেও মাস দুয়েক আগে ডাঃ সঞ্জয়কুমার রায় কাজে যোগ দেওয়ায় ফের তা চালু রয়েছে। এখানে চতুর্থ শ্রেণির দুজন কর্মী রয়েছেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ দীপন কুণ্ডুকে সপ্তাহে তিনদিন ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নাইট ডিউটি করতে হয়। নাইট ডিউটি করার পর পরদিন তিনি স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেন না। *এরপর নয়ের পাতায়*